

২৬ শে জুনাই, ১৯৯৫ ইং তারিখে রেন ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত
সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৭ তম সভার কার্যবিবরণী।

২৬-৭-৯৫ ইং তারিখে মানবীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ঘোদয়ের সভাপতিত্বে সেতু কর্তৃপক্ষের
৪৭ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাদের তাজিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে
বর্ণিত আছে।

২। সভার পুরুতে মানবীয় মন্ত্রী উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে সুগত জানান এবং সেতু
কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালককে কার্যপর্যের আনোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৩। সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক আনোচ্যসূচী-১ অনুযায়ী ৪৬ তম সভার কার্যবিবরণী
সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। মানবীয় মন্ত্রী উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন
সদস্যের মনুব্য আছে কিনা জানতে চান। এই মর্মে পরিকল্পনা কমিশনের তৌত অবকাঠামো
বিভাগের সদস্য কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত সংখ্যা ১০১৫৩ এর পরিবর্তে ১০১
সংখ্যাটি ১০১২ হবে বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া তাঁর প্রায়শ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৫১০ এর
শেষ নাইটি পরিবর্তিত হয়ে নিম্নলিপি নিখতে হবে : "তবে তবিষ্যতে যাতে কোন জটিলতার
সৃষ্টি না হয় এবং প্রকল্পের কোন ক্ষতি না হয় সেই লক্ষ্যে প্রকল্পের আর্থিক, আইনগত এবং
চুক্তিক সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন"।
উল্লেখিত সংশোধন সাপেক্ষে কার্যবিবরণীটি অনুমোদিত হয়।

৪। আনোচ্যসূচী-২ অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যএক্ষের উপাংগ
হিসেবে মৎস্য ঘাটতিপুরণ পরিকল্পনা বাসুবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবিদের ক্ষতিপুরণ প্রদানের
বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, মৎস্য ঘাটতি পুরণ পরিকল্পনা যথাযথভাবে
এবং জরুরী তিনিতে বাসুবায়নের জন্য বিশুব্যাংক অব্যাহতভাবে তাগিদ দিচ্ছে।

৪.১। মৎস্য ঘাটতি সংগ্রহ সর্বশেষ অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১২২-৫-৯৫ হতে
১৪-৬-৯৫ ব্যাংক দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন বাংলাদেশে প্রেরণ করে এবং মিশনের রিপোর্টের
তিনিতে FMP সুস্থুতাবে ও যথাসময়ে বাসুবায়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। গত ১০-১২ জুন
১৯৯৫ তারিখে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মাইলফ্টোন সভায় উল্লিখিত সুপারিশসমূহ আলোচিত হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক উক্ত সভায় এই মর্মে মত ব্যক্ত করেছেন যে উল্লিখিত সুপারিশমালা
বাসুবায়নের পূর্বে কর্তৃপক্ষের বোর্ডের বিবেচনা ও অনুমোদন প্রয়োজন। তিনি আরও জানান যে,
বিশুব্যাংক মৎস্য ঘাটতি পুরণ পরিকল্পনা বাসুবায়ন বিশেষ করে এ বছরে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে পরিবার-
দেরকে আশু সাহায্য প্রদানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৪.৩। মাইলফ্টোন সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং বিশুব্যাংকের সুপারিশমালার তিনিতে মৎস্য-
ঘাটতিপুরণ পরিকল্পনা (FMP) উপর কার্যএক্ষ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত বিবরণী সভায়
আনোচনা করা হয়। প্রতিটি সুপারিশের উপর বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তসমূহ উক্ত বিবরণীতে নিপিবদ্ধ
করা হয়েছে (পেরিশিষ্ট-‘খ’।)

৫। অতঃপর নির্বাহী পরিচালক কার্যপদ্রের আনোচসুচৌ-৩ মোতাবেক যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ১৯৯৫ এর আনোকে প্রকৃত ও ভূয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এবং ঘরবাড়ী চিহ্নিতকরণ সংগ্রহন নির্দেশিকা অনুমোদনের বিষয়টি সতায় উপ্রাপন করেন। তিনি সতাকে অবহিত করেন যে, ২০-২২ জুন'৯৫ তারিখে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মাইনফোন সতায় যমুনার পশ্চিমতৌরে রাতারাতি গড়ে ওঠা শতশত ঘরবাড়ি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং পশ্চিমতৌরে সাথে সম্মত উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা এইসমস্ত ঘরবাড়িসমূহের ক্ষিতিক্ষেত্রে গার্থক্য করা প্রকৃত ঘরবাড়ির সাথে এসমস্ত উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা এইসমস্ত ঘরবাড়িসমূহের ক্ষিতিক্ষেত্রে গার্থক্য করা যায় সেবিষয়ে জেএমবিএ-কে একটি সুসম্পর্ক প্রস্তাব দেয়ার প্রয়াম্ভ দিয়েছে। সে অনুযায়ী এই বিষয়টির উপর জেএমবিএ (আর ইউ) কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা, সতায় আনোচনা করা হয়।

৫০২। পরিকল্পনা করিষ্ণনের তৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ (IV) এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাইন নিম্নরূপভাবে সেখার প্রয়াম্ভ দেন এবং একটি নতুন ধারা সংযোজন করতে বলেন যা নিম্নে বর্ণিত হলোঁ :

- Physical presence of members of household, particularly female and children.
- Existence of chula, crockeries & utensils and their condition.
- Presence or existence of doors & windows and their condition.
- Take interview of women and children.

৫০৩। উন্নেষ্ঠিত আনোচসুচৌর উপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব একত্রে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ১৯৯৫ এর আনোকে প্রকৃত ও ভূয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এবং ঘরবাড়ী চিহ্নিতকরণ সংগ্রহন নির্দেশিকা প্রযোজ্ঞা করে দেখবেন এবং অনুমোদন দিবেন, যা কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদন হিসেবে গণ্য করা হবে।

৬। আনোচসুচৌ-৪ অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালক যমুনা সেতু প্রকল্প নির্মানকারীণ সময়ের জন্য প্যানেল অব এক্সপোর্ট (POE) নিয়োগের চুক্তির অনুমোদনের বিষয়টি উপ্রাপন করেন। তিনি জানান যে, ১ জা জানুয়ারী, ১৯৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ৪৪ তম বোর্ড সতায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চুক্তিলগ্ন সংশোধন করে ২৭শে মার্চ, ৯৫ ইং তারিখে ৪৫ তম বোর্ড সতায় উপ্রাপন করা হয় এবং ঐ সতায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৬-৪-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ফিল্যারি কমিটিতে তাহা প্রযোজ্ঞা করে সেই মোতাবেক সংশোধন করা হয়। ২০-২২শে জুন, ৯৫-তে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মাইনফোন সতায় POE-এর চেয়ারম্যানের সাথে আনোচনান্তে চুক্তিলগ্ন প্রযোজ্ঞা করা হয়েছে।

চন্দমান পাতা/৩

৬০২। চুক্তিটির উপর পরিকল্পনা কমিশনের তৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য মনুষ্য করেন যে, POE -এর কাজের ধরন এবং দায়িত্ব পরিষ্কার নয় । এ সমর্কে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষ অথবা বিশ্বব্যাংকের টাস্ক ম্যানেজার কর্তৃক যখন কোন বির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মতামত চাওয়া হবে তখনই POE -এর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কাজ করবেন । তৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্যের মনুভূয়ের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জানান যে, POE -এর চেয়ারম্যানের ঘন্টা প্রতি কি শার ২৫০ ডলার হতে কমিয়ে ২২৫ ডলার রাখা হয়েছে এবং চেয়ারম্যানের সার্টিস চার্জ ৯% রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ৫% overhead cost এবং ৪% Professional Insurance Fund । তিনি আরও জানান যে চুক্তি মোতাবেক POE -এর প্রতিনিধিগণ Business class -এ ভূমন করবেন, তবে Business class না থাকলে Economy class -এ ভূমন করবেন । প্যানেলের সদস্যাঙ্গ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা/মতামতের সময় রক্তা time sheet বা logging system -এর বৈতি চুক্তিতে থাকা আবশ্যিক বলে মানবীয় মন্ত্রী মহোদয় মত ব্যক্ত করেন । এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক জানান যে POE -এর চেয়ারম্যান তাঁদের বিলের সংগে প্রয়োজনীয় time sheet প্রদান করছেন ।

৬০৩। আনোচনানু নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প নির্মানকালীন সময়ের জন্য প্যানেল অব এক্সপার্ট (POE) নিম্নোগের চুক্তি অনুমোদিত হয় । পুর্বেকার রীতি অনুসারে পরিচালক(প্রশাসন) সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে চুক্তিশীল স্বাক্ষর করবেন । চুক্তিশীল উন্নেতিতে POE -এর list অনুযায়ী দেশীয় বিশেষজ্ঞদের কি শার আনোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে ।

১। নির্ধারিত আনোচনসূচীর উপর আনোচনা সমাপ্তির পর নির্বাহী পরিচালক নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় সত্ত্বে উপস্থাপন করবেন ।

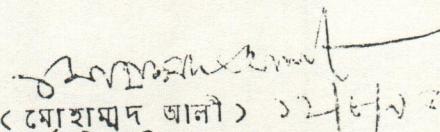
৭০২। নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী প্রকল্প এনাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করেছে এবং টিকাদারকে জমি ইস্তানুর করেছে । তবে ১৫ ই অক্টোবর, ১৯৯৫ ই ৯ তারিখ হতে পশ্চিম পাড়ের গাইড বান্ড নির্মানের কাজ শুরু করার জন্য আগামী ১৫ ই আগস্টের মধ্যে টিকাদারকে (কেন্টাকি-২) জমি ইস্তানুর করার কথা ছিল । উন্নেতিতে সময়ের মধ্যে জমি ইস্তানুর করা সম্ভব অভিগ্রহণ প্রয়োজ্য যেতাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমি ইস্তানুর করা সম্ভব হবে না বলে নির্বাহী পরিচালক আশঁকা প্রকাশ করবেন । তিনি জানান যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসককে এ কাজ সুরক্ষাত্বে সম্পর্ক করার জন্য কিছু নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন । কিন্তু যেহেতু এককভাবে কোন কর্মকর্তা বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমর্কে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব নহে, সেজন্য এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সতাপত্তিত্বে একটি আনু:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় কংগ্রেস বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়েছে । এফণে ঐ সুপারিশসমূহে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন ।

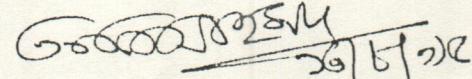
৭০৩। সিদ্ধান্ত : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যমুনা সেতু প্রকল্পের পশ্চিমতৌরের জমি ঠিকাদারকে
হস্তান্তরের লক্ষ্যে আনুষ্মন্য মন্তব্য সভার শুপরিশসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংগে
যোগাযোগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। পরিশেষে প্রকল্প এনাকায় work harbour এর দক্ষিণে ধনেশ্বরী নদীর নতুন উৎস মুখ
সৃষ্টি এবং work harbour এর পাশ দিয়ে অপর একটি বা সৃষ্টি channel দ্বারা উদ্ভৃত
পরিস্থিতির উপর বিবাহী পরিচালক আনোকপাত করেন। কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত বিবাহী পরিচালক
ম্যাপের দ্বারা বিষয়টি বিশদভাবে তুলে ধরেন। মাননৌয় মন্ত্রী বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজনীয়তা
আছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং আনোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮০২। সিদ্ধান্ত : সেতু কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত বিবাহী পরিচালককে আহবান করে পাবি উন্নয়ন
বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী
সমন্বয়ে একটি কমিটি work harbour -এর দক্ষিণে ধনেশ্বরী নদীর নতুন উৎস মুখ সৃষ্টি
এবং এর পাশ দিয়ে অপর একটি বা সৃষ্টি channel দ্বারা উদ্ভৃত পরিস্থিতি ১৮-৭-১৫ ইং
তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেশ করবেন এবং ২০-৭-১৫ ইং তারিখে উক্ত
রিপোর্টের উপর আনোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের ৪৮ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোহাম্মদ আলী) ১১৮/৮
বিবাহী পরিচালক
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।



(অসি আহমদ, বৌর বিএম)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

୨୬ -୭-୯୫ ଇଃ ତାରିଖେ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଦମୁଖୀ ମେତୁ କର୍ତ୍ତପଙ୍କେର ୪୭ ତଥ ସଭାଯୁଦ୍ଧ ଉପଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ/କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣେର ତାମିକା :

অংশিক নং	সদস্য/কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম
১।	কাজী শামসুল আলম সদস্য	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
২।	জনাব মোহাম্মদ আরো নির্বাহী পরিচালক	ঘনুমা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩।	জনাব রেজাউল হায়াত সচিব	সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ, ঘোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪।	জনাব মৌজা আসাদুজ্জামান আল ফারুক সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা।
৫।	জনাব ফজলুল করিম প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা।
৬।	জনাব মাহবুর কবীর অতিরিক্ত সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭।	জনাব মোঃ ওমর হাদী অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক	ঘনুমা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৮।	জনাব এম, শ্রীফ উল্যাহ অতিরিক্ত অর্থ সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব মজাবের আহমদ প্রধান প্রকৌশলী	ঘনুমা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ নবীউল্লাহ পরিচালক(অর্থ ও হিসাব)	ঘনুমা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।